بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 6

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার 9 ই ফেব্রুয়ারী, 2017 9 তবলীগ ,1396 হিজরী শামসী ১১ জামাদিয়াল আওয়াল 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যদি মসীহ ইবনে মরিয়ম আমার যুগে বর্তমান থাকিতেন তাহা হইলে আমি যাহা করিতে সক্ষম তাহা তিনি করিতে পারিতেন না, এবং যে সকল নিদর্শন আমার দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে তাহা কখনও প্রদর্শন করিতে পারিতেন না

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

"যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ, সেই অস্তিত্তের (খোদা তা'লার) শপথ করিয়া বলিতেছি- যদি মসীহ ইবনে মরিয়ম আমার যুগে বর্তমান থাকিতেন তাহা হইলে আমি যাহা করিতে সক্ষম তাহা তিনি করিতে পারিতেন না, এবং যে সকল নিদর্শন আমার দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে তাহা কখনও প্রদর্শন করিতে পারিতেন না, এবং তিনি নিজ অপেক্ষা আমার মধ্যে খোদা তা'লার ফযল অধিক দেখিতে পাইতেন। আমার অবস্থাই যখন এইরূপ তখন একবার ভাবিয়া দেখ- সেই পবিত্র রসুল (সা.)-এর মর্যাদা কত মহান যাঁহার দাসত্বের প্রতি আমি আরোপিত হইয়াছি। ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

এস্থলে কোন হিংসা বা ঈর্ষা করা হইতেছে না। খোদা তা'লা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকেন। যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে, সে কেবল আপন অভিষ্টলাভে বিফলই হয় না, বরং মৃত্যুর পর জাহান্নামের পথ ধারণ করে। ধ্বংস হইয়াছে তাহারা যাহারা দুর্বল মানুষকে খোদা জ্ঞান করিয়াছে, ধ্বংস হইয়াছে তাহারা যাহারা খোদা তা'লার মনোনীত এক বিশিষ্ট রসূল (সা.) কে গ্রহণ করে নাই। মুবারক (আশিসপ্রাপ্ত) তাহারা, যাহারা আমাকে চিনিতে পারিয়াছে। আমি খোদার সকল পথসমূহের মধ্যে সর্বশেষ পথ, এবং আমি তাঁহার যাবতীয় জ্যোতির মধ্যে শেষ জ্যোতিঃ। হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে আমাকে পরিত্যাগ করে, কারণ আমি ব্যতীত সব অন্ধকার!

(কিশতিহে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬০)

আহমদীয়াতের কেন্দ্রভূমি কাদিয়ানে ১২২তম জলসার সফল ও বরকতময় সমাপন

জলসায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল -এর মাধ্যমে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

৪২ টি দেশ থেকে ১৪, ২৪২ জন অতিথি অংশগ্রহণ করেন।

লন্ডনে ৫২৩২ জন শ্রোতা অংশগ্রহণ করেন।

সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন। অতিথিবর্গের পরিচিতিমূলক ভাষণ।

জামাতের সদস্যদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন তরবীয়তি ডকুমেন্টরী অনুষ্ঠানের আয়োজন।

আল কালাম প্রোজেক্টের আয়োজন।

(শেষ কিসতি)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাঊয ও সুরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ
اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যদি আমরা চাই যে খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন হোক এবং আমাদের দোয়া গৃহিত হোক, তবে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশিত পথ অর্থাৎ রসূলের আদর্শ অনুসরন করতে হবে। এই আদর্শের উপর অনুশীলন করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ স্বরূপ সাহাবাদের মাধ্যমে সেই সমস্ত বিষয় আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন যেগুলির উপর মহানবী (সা.) আমল করতেন। একথাটিও বোঝা আবশ্যক যে, মহানবী (সা.)-এর প্রত্যেকটি কাজ ও কথা আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশিত ছিল যা তিনি কুরান মজীদে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.)কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মহানবী (সা.)-এর কর্মবিধি কি ছিল? তখন তিনি (রা.) কেবল তিনটি শব্দে এর উত্তর প্রদান করেন كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ অর্থাৎ মহান গ্রন্থ কুরআন করীমে যা কিছু বর্ণনা করেছেন সেটিই ছিল তাঁর আমল বা কর্মবিধি। এই যুগেও মহান আল্লাহ্ আরও অনুগ্রহ স্বরূপ তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও মহানবী (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবক মসীহ মওউদ কে প্রেরণ করেছেন যিনি আম্বিয়া (আ.) এবং বিশেষ করে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ সম্পর্কে আমাদের আরও গভীরভাবে পরিচিত করিয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আম্বিয়া, রসূল এবং ইমামগণ পৃথিবীতে এই কারণে আসেন না যে মানুষ তাদের পুজা করবে বরং তাদের আগমণের উদ্দেশ্য হল একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষ যেন এর উপর আমল করে আর খোদা তা'লাও তাদেরকে তখনই ভালবাসবেন। এই জন্যই মহানবী (সা.)কে আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় হওয়ার পথ এটিই বলেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকৃত আনুগত্য করতে হবে। অতএব একথাটি স্মরণ রাখতে হবে যে, খোদা প্রেরিত পথ-প্রদর্শনকারী ও সত্যের পথিকগণ পৃথিবীতে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শ হয়ে থাকেন।

সর্বপ্রথম বিষয় যেটি আম্বিয়াগণ শিখিয়ে থাকেন এবং যার পরম মার্গ হল মহানবী (সা.)-এর আদর্শ, সেটি হল একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা। এই চেতনাই তিনি (সা.)-তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। সাহাবাগণ তাঁর থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছেন এবং তাঁরা মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্‌র সঙ্গে ভালবাসা এবং ইবাদতের মান প্রত্যক্ষ করেছেন যা তাদের মধ্যেও সেই প্রেরণার সঞ্চার করেছে। সেই নমুনাকে আমাদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সাহাবাদের অনেক বড় ভূমিকা ও অনুগ্রহ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) হযরত উমর (রা.)-এর একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন; আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর 'কসম' (শপথ) বৈধ নয়। অনেকে নিজেদের প্রিয়জনদের কসম খায়। এগুলি একত্ববাদ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

একদা এক প্রশ্নকারী বলেন, হে রসুলুল্লাহ (সা.)! কেউ আত্মাভিমানের জন্য লড়াই করে, কেউ বা বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, কেউ বা লুঠের মাল (মালে গনিমত) অর্জন করার জন্য। এদের মধ্যে প্রকৃত জিহাদকারী কে? তিনি (সা.) বলেন, সেই ব্যক্তির জিহাদই প্রকৃত জিহাদ যে এই জন্য লড়াই করে যে, খোদা তা'লার বাণী

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মহিমান্বিত হবে এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

একবার সর্দাররা মহানবী (সা.)-কে কথাবার্তা বলার উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠায়। তারা বলে যে, যদি আপনার উদ্দেশ্য যদি ধন-সম্পদ একত্রিত করা হয়ে থাকে তবে আমরা ধন-সম্পদ দিতে প্রস্তুত। আমরা আপনাকে গোত্রের সবথেকে সম্পদশালী ব্যক্তি বানিয়ে দিব। আর যদি আপনি সর্দার হওয়ার বাসনা রাখেন তবে আমরা আপনাকে সর্দার রূপে স্বীকার করব। মহানবী (সা.) তাদেরকে বললেন, তোমরা ভুল বুঝেছ। আমি এ সব কিছুই চাই না। আমাকে খোদা তা'লা নবী করে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাদের কাছে খোদার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। যদি তোমরা এটি গ্রহণ কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। যদি না কর তবে অপেক্ষা কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা ফয়সালা করে দেন। জগতবাসী দেখেছে যে, কিভাবে পৃথিবীতে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হুযুর আনোয়র (আই.) বলেন: একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার পরম মার্গ তখনই অর্জিত হয় যখন ইবাদতে উচ্চমান প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (সা.) এর উচ্চমান প্রতিষ্ঠিত করেন যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষ্য প্রদান করেন। الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিষ্ঠবানদের এমন এক জামাত তৈরী করেছ যাদের রাত্রি ইবাদতে ব্যয় হয়। আমরা ইবাদতের জন্য যেখানে এই ব্যাকুলতা লক্ষ্য করি সেখানে এও লক্ষ্য করি যে, তিনি (সা.) তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এমন সিজদাকারীর দল তৈরী করতে চেয়েছিলেন যারা কেবল আল্লাহ্র প্রতি অবনত হবে।

একবার মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীর একটি বাসনা থাকে, আমার বাসনা হল ইবাদত করা। একজন সাহাবী বলেন, একবার আমি মহানবী (সা.)কে ইবাদত করতে দেখেছি। তাঁর (সা.) বুকের মধ্য থেকে এমন শব্দ নির্গত হচ্ছিল যেমন জাঁতাকল চললে শব্দ হয়। একটি বর্ণনায় আছে যে, হাঁড়িতে পানি ফুটলে যেমন শব্দ হয় তেমন শব্দ ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাতের ইবাদত পরিত্যাগ করো না, কেননা, হুযুর (সা.) পরিত্যাগ করতেন না। তিনি (সা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে বসে বসে নামায পড়তেন। একবার তিনি (রা.) বলেন, আজ অসুস্থতা ও দূর্বলতা সত্বেও হুযুরর (সা.) দীর্ঘ সূরা পাঠ করেছেন।

মহানবী (সা.) -এর সাহাবাগণ এই ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেছেন এবং তাঁর আদর্শকে নিজেদের জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছেন। যারা মুশরিক ছিলেন তারা এমন ইবাদতকারীতে পরিণত হলেন যে, পশ্চাদবর্তীদের জন্য তাঁরা নমুনা বলে গণ্য হলেন। এই সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সাহাবাগণের কিরূপ অবস্থা ছিল এবং মহানবী (সা.) তাদের মধ্যে কি অসাধারণ বিপ্লবই না সাধন করলেন! وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ থেকে يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا পরিণত করলেন যার নজির পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যুগ এই সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

এই যুগে এই বিপ্লব সাধন করার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন। আমাদেরও কাজ হল আত্ম-বিশ্লেষণ করা এবং ভেবে দেখা। আম্বিয়াগণ পৃথিবীতে সত্যের প্রসারের উদ্দেশ্যে আগমণ করেন। এক্ষেত্রেও আঁ হযরত (সা.)-এর এমন উচ্চ মর্যাদা রয়েছে যে শত্রুরাও তার সত্যতা স্বীকার করেছে। একবার শত্রুরা মহানবী (সা.)- কে জাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলে অপপ্রচার করার পরামর্শ করে। তখন নাযার বিন হারিস বলেন, মহম্মদ (সা.) তোমাদের মধ্যে যুবক হয়েছে, তিনি সবথেকে বেশি বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ছিলেন। এখন তিনি নবুয়তের পয়গাম নিয়ে এসেছেন তাই তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছ। তিনি মিথ্যাবাদীও নন, তিনিও জাদুকরও নন। তিনি কবিও নন, তিনি উন্মাদও নন।

একবার আবু জাহল বলে, আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছি না, তোমার শিক্ষাকে বলছি। হুযুর (সা.) বললেন, আমি এতদিন তোমাদের মধ্যে ছিলাম, তোমরা কখনো আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পার নি। আজকে কি আমি শিক্ষার দোহাই দিয়ে মিথ্যা বলব যখন কি না আমি সারা জীবন সত্য বলেছি?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আম্বিয়াগণ সত্যতার মাধ্যমে নিজেদেরকে নিজেদেরকে মেলে ধরেছেন। আয়াত করীমা فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ-এর সাক্ষ্য কুরআন মজীদে মজুদ আছে। অতএব এই নবী (সা.)-এর মান্যকারীদের মান কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কে তাদের আত্ম-বিশ্লেষণ করাও জরুরী।

আঁ হযরত (সা.) -এর আরও একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, খোদা তা'লা মহানবী (সা.) -কে যত সফলতা প্রদান করেছেন তিনি (সা.) তত বেশি বিনয়ী হয়েছেন। একব্যক্তি হুযুর (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। সে থরহরি কম্পমান ছিল এবং ভীত-ত্রস্ত ছিল। তাকে হুযুর (সা.) বললেন আমাকে কি জন্য ভয় পাচ্ছ? আমি তো একজন বৃদ্ধার সন্তান।

একবার তিনি (সা.) বলেন, কোন ব্যক্তি নিজের কর্মের কারণে নাজাত প্রাপ্ত হতে পাবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, আপনিও? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ আমিও যদি না খোদার কৃপাছায়া আমাকে আলিঙ্গন করে। যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তাঁর হাত আমার হাত-তিনি খোদা-ভীতিতে কতই না অগ্রণী ছিলেন। তিনি বলেন, খোদার সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করো না, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না।

বস্তুজগতে উন্নতি করে মানুষ ফেরাউন হতে পারে, কিন্তু পূর্ণ-মানবের আদর্শ কি ছিল? সেই শহর যে কি না তাঁকে নির্যতন করে বিতাড়িত করেছিল এবং ইসলামকে সমূলে উৎপাট করতে চেয়েছিল, আল্লাহ্র তকদীর যখন মহানবী (সা.)-কে বিজয়ীরূপে মক্কা নিয়ে আসলেন তখন তিনি সেখানে কিভাবে প্রবেশ করলেন? ইতিহাস বর্ণনা করে যে, যখন বিজয়ীর বেশে মহানবী (সা.) মক্কায় প্রবেশ করলেন সেটি তাঁর জন্য আনন্দের দিন ছিল, কিন্তু তিনি (সা.) খোদার ঐ সকল কৃপারাজি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে পরম বিনয়ের মার্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খোদা তা'লা তাঁকে যত উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন তিনি (সা.) ততই বিনয়াবনত হয়েছেন। .....হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আমাদের নবী (সা.) যখন মক্কা জয় করেন তখন তিনি (সা.) এমন বিনয়াবনত ছিলেন যেরূপ দুর্যোগের দিনে তিনি বিনয় অবলম্বন করতেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হুযুর (সা.)-এর গুণাবলী কেবল একাধিক মজলিসেও বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাঁর আদর্শের একটি সৌন্দর্যময় দিক বদান্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করব। সাহাবাগণ বর্ণনা করেন, তাঁর থেকে বেশি উদার ব্যক্তি আমরা কাউকে দেখি নি। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে কয়েকজন আনসার চাইতে আসেন। তিনি (সা.) তাদেরকে তা দিয়ে দেন। তারা পুনরায় চাইলেন এবং চাইতেই থাকলেন। তিনি (সা.) সব কিছু দিয়ে দিলেন, এমনকি তাঁর কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। তিনি (সা.) বললেন, যদি আমার কাছে কোন সম্পদ থাকত তবে আমি তা তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখতাম না। একবার তিনি (সা.) নব্বই হাজার দিরহাম বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ছাগলের একটি এত বড় পাল দান করে দিয়েছিলেন যা একটি উপত্যকাকে জুড়ে থাকত। বাহরীন থেকে আসা সম্পদ মসজিদে এনে স্তুপ লাগিয়ে দেন এবং নামাযের পর সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দেন। অনেক সময় বেদুঊনরা অত্যন্ত অমার্জিত ভঙ্গিতে চাইত, কিন্তু মহানবী (সা.) সেটিকে উপেক্ষা করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী দিয়ে দিতেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আম্বিয়াগণ অভাব-অনটনের মধ্য দিয়েও দিনাতিপাত করেন আবার তাঁরা প্রাচুর্য্যও দেখে যান যাতে তাদের আদর্শ পরিস্ফুট হয়। শক্তি ও সক্ষমতা থাকা অবস্থায় ক্ষমা করাই প্রকৃত গুণ। শক্তি ও সামর্থ্য থাকা এজন্য আবশ্যক যেন ক্ষমা করার গুণটি প্রকাশ পায়। যখন দূর্বলতা ও সক্ষমতা দুটিই থাকে তখনই এটা সম্ভব যাতে দুই প্রকার চরিত্র ফুটে ওঠে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদমর্যাদা হল হযরত খাতামান নাবীঈন (স.)-এর যাঁর উপর দুইটি অবস্থা এসেছে এবং যার মাধ্যমে যাবতীয় গুণাবলী দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য যার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমাদের নবী (সা.)-এর আদর্শে পরিলক্ষিত হয়। তিনি (সা.) খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার উৎকৃষ্ট নমুনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমনকি তিনি (সা.) বৃষ্টির প্রথম বিন্দু জিহ্বার উপর নিতেন, কেননা এটিই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একটি মাধ্যম। তিনি (সা.) অত্যন্ত সাধারণ খাবার খেতেন এবং সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন, কিন্তু তা সত্বেও এগুলির জন্য খোদা তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। একবার মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনার তো সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, তবুও আপনি এত কেঁদে কেঁদে ইবাদত কেন করেন? তিনি (সা.) উত্তর দেন যে, আমি কি খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব না যিনি আমাকে এত কিছু দিয়েছেন?

বান্দাদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর কৃতজ্ঞাতা জ্ঞাপনের মান কিরূপ ছিল? হযরত আবু বাকার (রা.) মহানবী (সা.)-এর বন্ধু ছিলেন। একবার কোন এক ব্যক্তি হযরত আবু বাকর (রা.) কে কিছু বললে মহানবী (সা.) বললেন আমার সবথেকে বেশি অনুগ্রহ রয়েছে আবু বাকার-এর। মহানবী (সা.)-এর উপর কি অনুগ্রহ হতে পারে? এটি তো খিদমতকারীর জন্যই সম্মানের বিষয় ছিল, কিন্তু তিনি (সা.) তা সত্বেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। হযরত আয়েশা (রা.) একবার বলেন, আপনি শুধুই হযরত খাদিজা (রা.)-এর কথা বলেন, যদিও খোদা তা'লা আপনাকে তাঁর থেকে বেশি গুণের অধিকারিনী একাধিক স্ত্রী দান করেছেন। মহানবী (সা.) হযরত খাদিজার খিদমতের উল্লেখ করলেন। তিনি সব সময় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

নাজাশি বাদশার অনুগ্রহকেও তিনি সব সময় কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণে রাখতেন। একবার বাদশার একটি প্রতিনিধি দল উপস্থিত হলে তিনি (সা.) অভ্যর্থনা জানানোর জন্য স্বয়ং উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, তিনি আমাদের সাহাবাগণকে সম্মান দিয়েছেন। তাই আমি স্বয়ং এর প্রতিদান দিতে চাই।

একবার হযরত আয়েশা (রা.) হযরত সুফিয়া (রা.)-এর ছোট-খাট হওয়ার বিষয়ে কোন মন্তব্য করলে মহানবী (সা.) বললেন, এটি এমন কথা যে, যদি সমুদ্রে মেশানো হয় তবে সেটিও তিক্ত হয়ে উঠবে।

এরপর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা রয়েছে। কোন একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, আমি কি করে বুঝবো যে, আমি ভাল। তিনি (সা.) বলেন, তোমার প্রতিবেশীদেরকে যখন বলতে শুনবে যে, তুমি ভাল, তবে তুমি ভাল। যদি তাদেরকে বলতে শুন যে, তুমি খারাপ তবে তুমি খারাপ। এই অবস্থাই তিনি (সা.) নিজের অনুসারীদের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সেই ব্যক্তি যিনি নিজের সত্তা, গুণাবলী, কর্মবিধি এবং আধ্যাত্মিক ও পবিত্র শক্তি বলে আক্ষরিক অর্থেই পরম উৎকর্ষ সাধনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পূর্ণ মানব রূপে অভিহিত হয়েছেন। সেই মানব যিনি সব থেকে বেশি পূর্ণ, যিনি পূর্ণ নবী ছিলেন, যিনি পূর্ণ কল্যাণসহকারে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর আধ্যাত্মিক আবির্ভাবের কারণে পৃথিবীর প্রথম কিয়ামত প্রকাশ পেয়েছিল, যাঁর কল্যাণে একটি পূর্ণ মৃত জগত জীবন লাভ করেছিল, সেই ধন্য নবী আর কেউ নন, তিনি হলে আমাদের নবী হযরত খাতামুল আম্বিয়া জনাব মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)। হে প্রিয় খোদা! এই প্রিয় নবীর প্রতি দরূদ ও রহমত প্রেরণ কর যা পৃথিবীর সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত তুমি কোনও নবীর প্রতি প্রেরণ কর নি। যদি এই আযীমুশশান নবী পৃথিবীতে না আসতেন , তবে যত সংখ্যক ছোট ছোট নবী এসেছেন তাদের সত্যতার সপক্ষে আমাদের সামনে কোন প্রমাণ থাকত না। যেমন, ইউনুস, আইয়ুব, মসীহ ইবনে

এরপর আটের পাতায়....

জুমআর খুতবা

পৃথিবীতে আজকে এমন কোন জামাত বা এমন কোন দল নেই, যার সদস্য এবং ব্যক্তিরা পৃথিবীর সকল শহর ও সকল দেশে এক লক্ষ্যে, এক নেতৃত্বের অধিনে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করছে; আর তা-ও তারা করছে ধর্মের প্রচার ও সৃষ্টির সেবার লক্ষ্যে। হ্যাঁ! আজকে ধরাপৃষ্ঠে একটি মাত্র জামাত আছে যা এই কাজ করে চলেছে। আর সেটি হল সেই জামাত, যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন; এটি সেই জামাত যা রসূলে করীম (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসের জামাত; এটি সেই জামাত যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীর জামাত– যার উপর সারা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। এই জামাত বিগত প্রায় ১২৮ বৎসর ধরে ইসলাম এবং মানবতার সেবার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে চলেছে। আর এর কারণ হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ জামাতকে কুরআনী শিক্ষার আলোকে ধন-সম্পদের সঠিক ব্যয়স্থল এবং ধন-সম্পদ কুরবানীর প্রকৃত ব্যুৎপত্তি দান করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে আরো অনেকের দৃষ্টান্ত তাঁর বইতে আর মলফূযাতে বর্ণনা করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজনের ভ্রুক্ষেপ না করে, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে আর্থিক কুরবানী করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের মাঝে এমন অসাধারণ আর্থিক কুরবানীর প্রেরণা আর উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা প্রজন্ম পরম্পরায় এমনটি করে চলেছে। বরং যারা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করছে, যারা পরে এসে জামাতে যোগ দিয়েছে এবং দিচ্ছে, তারাও যখন এসব পুন্যবানদের আর্থিক কুরবানীর কথা শুনেন;বা যখন শুনেন যে, অমুক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর্থিক কুরবানীর প্রয়োজন রয়েছে, আর খোদার বাণী শুনে তারাকুরবানীর প্রকৃত মর্মও বুঝতে পারেন– তখন এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, দেখে আশ্চর্য হতে হয়। সম্পদশালীদের চেয়ে মধ্যবিত্তরা, বরং দরিদ্ররা বেশি কুরবানী পেশ করে থাকে এবং আশ্চর্যজনক কুরবানীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আহমদীদের আর্থিক কুরবানী এবং যুগ খলীফার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার অসাধারণ দৃষ্টান্তসমূহের প্রাঞ্জল বিবরণ।

ওয়াকফে জাদীদের ৬০ তম বছর আরম্ভ হওয়ার ঘোষণা

সারা বিশ্বের জামাতগুলি ওয়াকফে জাদীদ খাতে গত বছর ৮০ লক্ষ ২০ হাজার পাউন্ড ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা দিয়েছে। এ বছরও চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে পাকিস্তান পৃথিবীর জামাতগুলোর মাঝে মোটের ওপর তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

সেসব দেশও চাঁদা দাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দিন এবং নিজেদের দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি দিন যাদের গত বছরের চেয়ে সংখ্যা কমেছে। মানুষের ভিতর দুর্বলতা নেই, দুর্বলতা রয়েছে কর্মীদের মাঝে।

আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত কুরবানীকারীদের ধন এবং জনসম্পদে অশেষ-অঢেল বরকত দিন। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিন, যেন তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে, যা ঘাটতি রয়েছে তা যেন পুরনের চেষ্টা করে। বিশেষ করে চাঁদাদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। অর্থ তো বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু সবার অংশ গ্রহণ আবশ্যক, তা সামান্য অর্থ দিয়ে হলেও।

মাননীয় সাহেবযাদা মির্যা খলীল আহমদ সাহেবের স্ত্রী মাননীয়া আসমা তাহেরা সাহেবা এবং লাহোরে সাবেক আমীর মাননীয় চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেবের মৃত্যু। মরহূমীনদের প্রশংসাসূচকগুণাবলীর বর্ণনা এবং নামাযে জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত** ৬ ই জানুয়ারী, ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (৬ সুলাহ, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,এ পৃথিবীতে মানুষ ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে; আর কোন কোন সময় সে সদকা খয়রাতও করে, জন-হিতকর কাজও করে। কিন্তু পৃথিবীতে আজকে এমন কোন জামাত বা এমন কোন দল নেই, যার সদস্য এবং ব্যক্তিরা পৃথিবীর সকল শহর ও সকল দেশে এক লক্ষ্যে, এক নেতৃত্বের অধিনে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করছে; আর তা-ও তারা করছে ধর্মের প্রচার ও সৃষ্টির সেবার লক্ষ্যে। হ্যাঁ ! আজকে ধরাপৃষ্ঠে একটি মাত্র জামাত আছে যা এই কাজ করে চলেছে। আর সেটি হল সেই জামাত, যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন; এটি সেই জামাত যা রসূলে করীম (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসের জামাত; এটি সেই জামাত যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীর জামাত– যার উপর সারা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। এই জামাত বিগত প্রায় ১২৮ বৎসর ধরে ইসলাম এবং মানবতার সেবার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে চলেছে। আর এর কারণ হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ জামাতকে কুরআনী শিক্ষার আলোকে ধন-সম্পদের সঠিক ব্যয়স্থল এবং ধন-সম্পদ কুরবানীর প্রকৃত ব্যুৎপত্তি দান করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন-

" আমি বারবার জোর দিই যে, খোদা তা'লার পথে সম্পদ ব্যয় কর– এটি (আমি) খোদা তা'লার নির্দেশে (করি), খোদার নির্দেশে আমি এই নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা ইসলাম এখন ক্রমশ অধঃপতনের শিকার। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দেখে আমি ব্যাকুল হয়ে যাই। ইসলাম বিভিন্ন বিরোধী ধর্মের দুর্বল শিকারে পরিণত হচ্ছে। তিনি বলেন, যেখানে পরিস্থিতি এমন, সেখানে ইসলামের উন্নতির জন্য আমরা কি কোন পদক্ষেপ নেব না? খোদা তা'লা এ উদ্দেশ্যেই এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন; খোদা তা'লা এ উদ্দেশ্যেই এ জামাত কায়েম করেছেন। অতএব, এর উন্নতির জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চলিয়ে যাওয়া খোদার নির্দেশ এবং খোদার ইচ্ছার অনুগমন করা। তিনি বলেন যে, এসব প্রতিশ্রুতিও খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই– যে ব্যক্তি খোদার পথে, খোদার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করবে, আমি (খোদা তা'লা) তা বহুগুণ বর্ধিত করব ; পৃথিবীতেই সে অনেক কিছু পাবে, আর মৃত্যুর পর পারলৌকিক প্রতিদানও সে দেখবে যে, কত অসাধারণ সুখ ও আরাম সে লাভ করে। তিনি বলেন, আমি এখন এ বিষয়ের দিকে তোমাদের সবার মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে, ইসলামের উন্নতির জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় কর।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৩-৩৯৪)

অতএব, তাঁর সাহাবীরা (রা.) এসব কথা বুঝতে পেরেছেন আর নিজেদের সম্পদ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে তাঁরা উপস্থাপন করেছেন, যার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বেশ কয়েক স্থানে করেছেন। তাঁর মান্যকারীরা আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অসাধারণভাবে অগ্রগামী ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি অনেক তাহরীক করতেন;

বই-পুস্তক ছাপা, বই-পত্র প্রচার, অন্যান্য লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে অনেক তাহরীক করতেন। মিনারাতুল মসীহ্‌র জন্য যখন তিনি তাহরীক করেন তখন মুন্সি আব্দুল আযীয পাটওয়ারী সাহেব যে আর্থিক কুরবানী করেছেন তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, (আসলে দু'জনের কথা বলেছেন, আব্দুল আযীয সাহেব এবং শাদি খান সাহেব) তিনি বলেন, "আমার জামাতের দু'জন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি এ লক্ষ্যে চাঁদা দিয়েছেন যা অন্যদের জন্য সত্যিই ঈর্ষনীয় ব্যাপার। তাদের একজন হলেন মুন্সি আব্দুল আযীয সাহেব। তিনি গুরুদাসপুর জেলায় পাটওয়ারী হিসেবে কাজ করেন। তিনি অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও এ কাজের উদ্দেশ্যে ১০০ রুপি চাঁদা দেন। আর আমি মনে করি, এই ১০০ রুপি তার বেশ কয়েক বছরের সঞ্চয় হবে। তিনি এজন্যেও সমধিক প্রশংসার যোগ্য কেননা অন্য একটি কাজেও সম্প্রতি ১০০ রুপি প্রদান করেছেন।" তিনি বলেন, "দ্বিতীয় নিষ্ঠাবান যিনি এক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন তিনি হলেন শিয়ালকোট নিবাসী মিয়া শাদি খান সাহেব, যার কাঠের ব্যবসা রয়েছে। অন্য একটি কাজেও তিনি সম্প্রতি ১৫০ রুপি চাঁদা দিয়েছেন। আর এখন এ কাজের ২০০ রুপি চাঁদা পাঠিয়েছেন। তিনি অসাধারণভাবে খোদার উপর ভরসাকারী ব্যক্তি, যার ঘরের পুরো আসবাবপত্র ইত্যাদির মোট মূল্য হয়তো ৫০ রুপির বেশি হবে না। তিনি লিখেছেন, "যেহেতু এটি দূর্ভিক্ষকাল আর জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে স্পষ্টতই লোকসান পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাই আমাদের জন্য ধর্মীয় ব্যবসা করাই শ্রেয় মনে হয়। কাজেই, আমাদের কাছে যা কিছু ছিল সব পাঠিয়ে দিয়েছি।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৪-৩১৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে আরো অনেকের দৃষ্টান্ত তাঁর বইতে আর মলফূযাতে বর্ণনা করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজনের ভ্রুক্ষেপ না করে, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে আর্থিক কুরবানী করেছেন, উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তা করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের মাঝে এমন অসাধারণ আর্থিক কুরবানীর প্রেরণা আর উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা প্রজন্ম পরম্পরায় এমনটি করে চলেছে। বরং যারা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করছে, যারা পরে এসে জামাতে যোগ দিয়েছে এবং দিচ্ছে, তারাও যখন এসব পুন্যবানদের আর্থিক কুরবানীর কথা শুনেন; বা যখন শুনেন যে, অমুক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর্থিক কুরবানীর প্রয়োজন রয়েছে, আর খোদার বাণী শুনে তারা কুরবানীর প্রকৃত মর্মও বুঝতে পারেন– তখন এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, দেখে আশ্চর্য হতে হয়। সম্পদশালীদের চেয়ে মধ্যবিত্তরা, বরং দরিদ্ররা বেশি কুরবানী পেশ করে থাকে এবং আশ্চর্যজনক কুরবানীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তারা এ কথা চিন্তা করে না যে, আমাদের তুচ্ছ আর্থিক ত্যাগ স্বীকারে কীই-বা লাভ হবে? বরং তারা খোদার এ বাণীকে বুঝেন যে,

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

'যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সন্ধানে এবং নিজেদের কতকের দৃঢ়তার জন্য ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত উঁচুস্থানে অবস্থিত সেই বাগানের ন্যায় যার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলে দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে,এবং যদি তাতে প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট; আর তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ্ সে বিষয়ের সম্যক দ্রষ্টা'। (সূরা বাকারা: ২৬৬)

অতএব, এসব দরিদ্রদের কুরবানী 'তাল' বা শিশিরের ন্যায়। এই সামান্য আর্দ্রতা যা মানুষের এই কুরবানীর ফলে ধর্মের বাগানে লাভ হয়, তা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অগণিত, অসাধারণ ফল বহন করে, ফল ধরে, ফল দেয়। আমরা দেখি যে, এক দরিদ্র জামাত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম প্রচার এবং মানবসেবামূলক কাজ আমরা করে যাচ্ছি আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের কাজে আল্লাহ্ তা'লা এত অসাধারণ কল্যাণ এবং বরকত রেখে দেন যে পৃথিবীর মানুষ আশ্চর্য হয় যে, এত সীমিত উৎসের বা সাধ্যের মাঝে তোমরা এত কাজ কিভাবে সাধন করতে পার? এটি এ জন্য সম্ভব হচ্ছে যে, এ সমস্ত ত্যাগ স্বীকারকারী ব্যক্তিরা, যারা সেসব লোকের মধ্যে গন্য হওয়ার চেষ্টা করেন, যাদের দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ তা'লা এভাবে দিচ্ছেন যে, ইয়ুনফিকূনা আমওয়ালাহুমুবতিগাআ মারাযাতিল্লাহ্– তারা নিজেদের ধন-সম্পদ খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে ব্যয় করে; আর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যদি খোদার সন্তুষ্টি হয়ে থাকে তাহলে যে ফল ধরে, যে ফল লাভ হয়, তা-ও অনেক বেশি আর যে কল্যাণ তা বয়ে আনে তা-ও অনেক বেশি। আমি যেভাবে বলেছি, আজও কুরবানীর এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, বরং বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। আপনাদের সামনে এর কয়েকটি উপস্থাপন করব।

কাদিয়ান থেকে সহস্র সহস্র মাইল দূরে বসবাসকারী মেয়ে আহমদীয়াত তথা সত্য ইসলামের কোলে যখন আশ্রয় নেয় তার চিন্তাধারায় কিভাবে পরিবর্তন আসে, কুরবানী এবং ত্যাগের কী ব্যুৎপত্তি তার অর্জন হয়– সে ঘটনা সেই মেয়ের ভাষায় শুনুন। এই মেয়ে ইউগান্ডায় বসবাস করে; আর সে অশিক্ষিত নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে বলে, গত জুলাই মাসে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য কিছু জিনিস ক্রয় করার ছিল, কিন্তু অর্থ ছিল অপর্যাপ্ত আর চাঁদাও বাকি ছিল। আমি সেই টাকা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন আর আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমি আমার চাঁদা দিয়ে দিয়েছি। এক মাস পর, বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে তখনও তিন দিন বাকি ছিল, আমার এক আন্টি আমার মাকে ফোন করেন যে, আমি কখন ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি। তিনি আমাকে ঘরে ডাকেন। সন্ধ্যাবেলা যখন আমি তার ঘরে যাই তিনি আমাকে কিছু টাকা দেন যা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের যা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল, আর এ টাকা চাঁদা হিসেবে যা দিয়েছিলাম তার দশগুণ বেশি ছিল। এভাবে খোদা তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন, আর এমন স্থান থেকে আমাকে সাহায্য করেছেন যেখান থেকে টাকা আসার আমার কোন আশা ছিল না।

ভারতের এক ব্যক্তি সম্পর্কে সেখানকার ইনস্পেক্টর কমর উদ্দীন সাহেব লিখেন, কেরালার মুঞ্জেরী জামাতের এক সদস্য রয়েছেন, তার ভ্যাকসিনের ব্যবসা রয়েছে, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য তার দোকানে যাই। তিনি বলেন, তার পাওনা অনেক টাকা মানুষের কাছে আটকে রয়েছে, আর এ কারণে তিনি অনেক সমস্যার সম্মূখীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক বড় অঙ্কের চেক প্রদান করেন আর বলেন যে, এখন একাউন্টে এত টাকা নেই, কিন্তু দোয়া করুন আমি যেন শীঘ্রই এই টাকা আদায় করতে পারি। তিনি বলেন, পরের দিনই ফোন আসে যে, আল্লাহ্‌র ফযলে চেক দেওয়ার পর আমার একাউন্টে অনেক বড় অঙ্ক এসে গেছে, তাই চেক ক্যাশ করিয়ে নিন। তিনি বলেন, এটি কেবল চাঁদার কল্যাণে হয়েছে যে, এত স্বল্পতম সময়ে আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থা করেছেন।

পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশের নাম হল তানজানিয়া, সে দেশে বসবাসকারী এক বিধবার ঘটনা। এ সম্পর্কে তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখছেন যে, ওরাঙ্গা টাউনের মুয়াল্লেম সাহেব এক বিধবা মহিলা আমিনার কাছে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য যান। তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন, এখন আমার কাছে কিছুই নেই, ব্যবস্থা হলেই আমি টাকা নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হব। মুয়াল্লেম সাহেব ঘরে পৌঁছানোর পূর্বেই সেই ভদ্র মহিলা দশ হাজার শিলিং নিয়ে উপস্থিত হন এবং বলেন, এ টাকা কোন স্থান থেকে এসেছে, ভাবলাম আপনাকে দিয়ে আসি; প্রথমে চাঁদা দিই, নিজের অন্যান্য খরচের ব্যবস্থা পরে হবে। তিনি বলেন, আমরা ওয়াদা ছিল পঁচিশ হাজারের, বাকি পনের হাজার হাতে আসলেই আমি নিয়ে আসব। তিনি দশ মিনিট পর পুনরায় টাকা নিয়ে ফিরে আসেন আর বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার দেখুন!আল্লাহ্‌র পথে যে দশ হাজার দিয়ে যাই, ঘরে পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পঁয়ত্রিশ হাজার পাঠিয়েছেন, যা থেকে পনের হাজার চাঁদা প্রদানের পরও আমার কাছে বিশ হাজার অবশিষ্ট থাকে, আর এটি চাঁদারই কল্যাণ। এভাবে তার ঈমান দৃঢ় হয়েছে।

মধ্য আফ্রিকার একটি দেশের নাম হল কঙ্গো। সেখানকার লোকদের মাঝে কিভাবে কুরবানীর প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। মুবাল্লেগ রমিজ সাহেব লিখছেন, কালো বাই জামাতের এক দাঈ ইলাল্লাহ্ সাঈদী সাহেব পার্শ্ববর্তী পাঁচটি জামাতের সফর করেন এবং তবলীগ করেন। আজকাল সে দেশের অবস্থা ভালো নয়। নিরাপত্তার অভাব সত্ত্বেও নিজ এলাকার সব জামাত তিনি সফর করেন। আর পুণ্যের খাতিরে নিজের আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়া সত্ত্বেও সফরের ব্যয়ভার নিজেই বহন করেছেন। তিনি এই সফরে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে তিপ্পান্ন হাজার সংগ্রহ করেন এবং জমা করান; আর বলেন, আমি এক পুরনো আহমদী, যুবকদের জন্য আমার আদর্শ হওয়া উচিত। সেখানকার পুরনোআহমদী আর কত পুরনো হবে, বড়জোর পনের-বিশ বছর হবে। তার বয়স ষাটের বেশি, কিন্তু অসাধারণ পরিশ্রম করেপ্রথমতঃ তবলীগের কাজ করছেন, দ্বিতীয়তঃ একই সাথে চাঁদার প্রতিও মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এই হল সেই প্রেরণা এবং স্পৃহা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ)-কে গ্রহণের পর এদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এরা পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করেন। এমন অঞ্চলে বসবাস করেন যেখানে রাস্তাঘাটের সুযোগ-সুবিধা নেই, পানিবহুল অঞ্চল তাই নৌকাতেই জলপথে সফর করা হয়, আর দীর্ঘ দূরত্বও অতিক্রম করে যেতে হয়।

পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ বেনিনের এক আহমদীর দৃষ্টান্ত দেখুন। আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন এখনো এক বছরও হয় নি; কিন্তু কুরবানীর চেতনা এবং প্রেরণা কত উন্নত মানের দেখুন। এটি পুরনো আহমদীদের জন্য শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত। মুবাল্লেগ মুজাফ্‌ফর সাহেব লিখেন, কুর্তুনী অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম হল ডিকাম্বে। সেখানে এ বছর জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা সাধারণত মাছ ধরে বিক্রি করে; তারা জেলে আর তাদের জীবন-জীবিকা এভাবে নির্বাহ হয়। স্থানীয় মুবাল্লেগ গ্রামবাসীদের চাঁদার তাহরীক করলে এক আহমদী বন্ধু যিনি আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিয়ে এক হাজার ফ্রাঙ্ক কুরবানী হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, যদিও আমার অবস্থা ততটা স্বচ্ছল নয়, কিন্তু আমি চাই না যে জামাতে যোগ দিয়েছি সে জামাতের পক্ষ থেকে কোন তাহরীকে আমি তাতে অংশ নেওয়া থেকে বঞ্চিত থাকি।

খেলাফতের সাথে সম্পর্কের এবং খুতবার প্রভাব কিভাবে মানুষের উপর পড়ে আর কুরবানীর প্রতি কিভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তা দেখুন। এটি পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসুর কতক যুবকের ঘটনা। তাদের আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা তত পুরনো নয়, কিন্তু মান কেমন দেখুন! সেখানকার মুরব্বী আমীন বালুচ সাহেব লিখেন, বাফুরা অঞ্চলে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ সনের শেষ জুমআয় নববর্ষের সূচনার বরাতে আমি যে খুতবা দিয়েছিলাম, তা শুনে কতক যুবক যারা নতুন আহমদী, আর কতক পুরনো আহমদীও খুতবার তাৎক্ষনিক পর ঘরে যান এবং নববর্ষ বরণের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করেছিলেন তা নিয়ে আসেন এবং ওয়াকফে জাদীদ খাতে দিয়ে দেন। আর বলেন, 'খলীফায়ে ওয়াক্ত যেহেতু

আমাদেরকে নববর্ষ বরণ ও উদযাপনের রীতি শিখিয়েছেন, তাই আমরা এই টাকা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি; আর আমরা তাহাজ্জুদ পড়ে বর্ষবরণ করব'। আর এভাবে সেদিন তারা প্রায় ৭৬ হাজার ফ্রাঙ্ক সীফা চাঁদা হিসেবে দিয়েছেন।

পশ্চিম আফ্রিকারই আরেকটি দেশ আইভরিকোস্টের ছোট একটি গ্রামের লোকদের কুরবানীর দৃষ্টান্ত দেখুন। বুয়াকে অঞ্চলের মুয়াল্লিম মামদু সাহেব লিখেন, 'আমাদের অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম হল নিয়াউগু। এই গ্রামের মানুষ এই বছরই আহমদীয়াত গ্রহণ করে। এক বছর হয়েছে মাত্র। আমি নতুন বয়আতকারীদের ওয়াকফে জাদীদে যোগদান এবং জলসা সালানায় অংশগ্রহণের তাহরীক করি। নতুন বয়আতকারীদেরকে বলি যে, খলীফায়ে ওয়াক্ত বলেছেন, সব আহমদীরা যেন ওয়াকফে জাদীদ এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করে।' তিনি বলেন, 'আমার ধারণা ছিল যে, কিছু মানুষ হয়তো সামান্য পয়সা চাঁদা হিসেবে দেবে, কেননা তারা ব্যাপক দারিদ্রের মাঝে জীবন কাটায়; কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন প্রমাণিত হয়েছে। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করে। আর এক বন্ধু শুধু চাঁদাই দেন নি, বরং ৬০০ কিলোমিটার সফর করে আবিজানে গিয়ে জলসা সালানায় যোগদান করেন।

কুরবানীর আরেকটি দৃষ্টান্ত আর খোদার ব্যবহার দেখুন। তানজানিয়া থেকে মুবাল্লিগ ইউসুফ উসমান সাহেব লিখেন, এক আহমদী ভাই যার চলার শক্তি নেই,তিনি পঙ্গুত্বের কারণে কাজ করতে পারেন না। তানজানিয়ার সকল অঞ্চলে এখনো বিদ্যুত যায় নি, তাই কিছু কিছু মানুষ ছোট ছোট সোলার প্যানেল নিয়ে ঘরে দু'একটি বাল্ব জালানোর বব্যস্থা করেন। আমাদের এই আহমদী ভাইও ছোট সোলার প্যানেল দিয়ে মানুষের মোবাইল চার্জ করেন আর এভাবে তার জীবিকা নির্বাহ হয়। সামান্য যে আয় হয় সেই আয় অনুসারে রীতিমত চাঁদা দেন। একদিন আমাদের মুয়াল্লিম সাহেব চাঁদার প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলে তিনি বলেন যে, 'গত দু'দিনে আমার দুই হাজার সিলিং আয় হয়েছে, আমি এটিই আল্লাহ্ তা'লার পথে প্রদান করছি।' মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, যদি পুরো টাকা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন, তাহলে ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ কিভাবে হবে? তিনি বলেন, 'খোদা তা'লা নিজেই জীবিকার বিধান করে থাকেন, তিনিই কোন ব্যবস্থা করবেন।' মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, আমি রসিদ কাটতেই অনেকেই তার কাছে মোবাইল চার্জ করার জন্য আসে এবং যতটা তিনি চাঁদা দিয়েছেন তারচেয়ে বেশি তার আয় হয়। তখন সেই ব্যক্তি মুয়াল্লিম সাহেবকে বলেন যে, 'আপনি দেখেছেন খোদার পথে চাঁদা দেওয়ার কত বরকত এবং কল্যাণ। আল্লাহ্ তা'লা এখনই আমাকে যা দিয়েছি তার চেয়ে বেশি টাকা ফেরত দিয়েছেন।'

এরপর আর্থিক কুরবানীর কল্যাণে আল্লাহ তা'লা কিভাবে কুরবানীকারীদের দানে ভূষিত করেন এবং তাদের ঈমানকে দৃঢ় করেন, তার দৃষ্টান্ত দেখুন। তানজানিয়ার শাংগা অঞ্চলের একটি জামাতের একজন বন্ধুর পুত্রের ভয়াবহ ম্যালেরিয়া হয়। তার কাছে চিকিৎসার জন্য কেবল পনেরশ' শিলিং ছিল। সেক্রেটারী মাল তার বাড়ি গিয়ে চাঁদার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তাৎক্ষনিকভাবে সেই টাকা পকেট থেকে বের করে চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। সেই বন্ধু বলেন, 'প্রথমে আমার এই চিন্তা হল যে, ছেলের চিকিৎসার টাকা কোত্থেকে আসবে? কিন্তু এরপর আমি ভাবলাম যে, খোদার পথে ব্যয় করেছি, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই ব্যবস্থা করবেন।' স্বল্পক্ষণ পর অন্য শহর থেকে তার বড় পুত্র ফোন করে যে, আমি ৮০ হাজার শিলিং পাঠাচ্ছি। আর এই টাকা সেদিনই তার হস্তগত হয়। ছেলের চিকিৎসার খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজন পূরণেরও ব্যবস্থা হয়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তার চেয়ে বেশ কয়েকগুণ বেশি দান করেছেন। আর এই ঘটনা তিনি অন্যদেরকেও শুনান। আর তিনি স্থানীয় লোকদের সামনে চাঁদার গুরুত্ব স্পষ্ট করেন।

পশ্চিম আফ্রিকার আরেকটি দেশ মালির এক ব্যক্তির আর্থিক কুরবানীর ঘটনা শুনুন। মুবাল্লিগ আহমদ বেলাল সাহেব লিখছেন, সাকাসু অঞ্চলের এক বন্ধু ২০১৩ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। আহমদীয়াত গ্রহণের সময় মারাত্মক আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন; ঋণগ্রস্থ হওয়া ছাড়াও বেশ কয়েক প্রকার পারিবারিক সমস্যা ছিল। তার অবসর গ্রহণের দিনও ছিল সন্নিকটে। আহমদীয়াত গ্রহণের পর যখন তিনি চাঁদার বরকতের কথা জানতে পারেন, তখন তিনি নিজের সাথে অঙ্গীকার করেন যে তিনি রীতিমত চাঁদা দিবেন; আর তিনি এমনটিই করেন। আর প্রতিকূল পরিস্থিতি হওয়া সত্ত্বেও সাধ্য অনুসারে চাঁদা দিতে থাকেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে চাঁদা দেয়ার কল্যাণে স্বল্পতম সময়ে আমার সব ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়, পারিবারিক দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়, সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে পদোন্নতি দেয়া হয়, আমার অবসরও বিলম্বিত করা হয়। এখন তিনি ওসীয়্যত ব্যবস্থারও অংশ হয়ে গেছেন অর্থাৎ ওসীয়্যত করেছেন।

সিয়েরালিওন থেকে মুবাল্লিগ মুনীর হোসেন সাহেব লিখেন যে, ওয়াজেবু অঞ্চলের একটি জামাতের এক আহমদী ভদ্রমহিলা চার হাজার লিওন ওয়াদা করেছেন। তার আয়ের তেমন কোন উৎস ছিল না; ছোট একটি বাগান ছিল যেখানে তিনি কাসাভা চাষ করে রেখেছিলেন, কাসাভা মিষ্টি আলুর ন্যায় একপ্রকার মূল যা খাওয়া হয়, তা বিক্রি করেই তার দিনাতিপাত হয়। চাঁদা দেওয়ার সময় যখন কাছে আসে আর সেক্রেটারী সাহেব চাঁদা সংগ্রহের জন্য যান, তো চাঁদার জন্য তিনি যে টাকা জমিয়ে রেখেছিলেন তা কোন বাচ্চা সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে খরচ করে ফেলেছিল; এতে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। তার ঈমানের দৃঢ়তা দেখুন, তার এক পুত্র মদের দোকানে কাজ করতো, তার কোন সীমাবদ্ধতা ছিল বা সে পুরোপুরি ঈমান আনে নি; সে বলে যে, আমি ঋণ হিসেবে এই টাকা আপনাকে দিচ্ছি। সেই মা পরিষ্কারভাবে তা নিতে অস্বীকার করেন। বলেন, 'এই পয়সা হালাল নয়, তাই এই পয়সা আমি চাঁদা হিসেবে দিতে পারি না।' এই হল ঈমানের জন্য আত্মাভিমান। কিন্তু এর প্রত্যুত্তরে খোদার ব্যবহার দেখুন; খোদার সন্তুষ্টি সন্ধানই যখন বান্দার উদ্দেশ্য হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লা কী ব্যবহার করেন দেখুন। তিনি বলেন, ইত্যবসরে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি আসে যাকে তিনি আদৌ চিনতেন না, সেইব্যক্তি তাকে ১০ হাজার লিওন দেন। তিনি ৪ হাজার লিওন চাঁদা দেয়ার পরিবর্তে ১০ হাজার লিওন চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন; আর বলেন, 'আমাকে আল্লাহ্ তা'লা চাঁদা প্রদানের জন্য এই টাকা পাঠিয়েছেন।' পরের বছরের জন্য তিনি ১০ হাজার লিওন ওয়াদা লিখান।

সিয়েরালিওন থেকেই মুবাল্লিগ আকীল সাহেব বলেন, বুর অঞ্চলের এক নতুন বয়আতকারী বন্ধুর দীর্ঘদিন থেকে জমি সংক্রান্ত বিবাদ-বিতন্ডা চলে আসছিল, আর বিরোধী পক্ষ ছিল খুবই প্রভাবশালী। বাহ্যত মামলাতার পক্ষে যাওয়ার কোন পরিস্থিতি ছিল না। সেই সময় তিনি মসজিদে আর্থিক কুরবানীর কল্যাণ সম্পর্কে শুনেন। তিনি বলেন, আর্থিক কুরবানীর কল্যাণের কথা যখন শুনলাম, ভাবলাম যে আমিও চাঁদা দেই। নতুন বয়আতকারী খ্রিষ্টধর্ম ছেড়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, হয়তো এই চাঁদার কল্যাণে আমার জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তিনি সাধ্য অনুসারে চাঁদা দেন। এর স্বল্পকাল পরেই মামলার রায় তার পক্ষে যায়, যা বাহ্যত অসম্ভব ছিল। এই বন্ধু বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সবকিছু আর্থিক কুরবানীর কল্যাণেই হয়েছে।

কঙ্গো কিনসাশার মুবাল্লিগ শাহেদ সাহেব লিখেন যে, এক ভদ্রমহিলা যার ক্ষুদ্র ব্যবসা রয়েছে, তিনি বলেন, বছরের প্রারম্ভেই দেশীয় পরিস্থিতির কারণে মনে হচ্ছিল যে, ব্যবসায় লাভ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বছরের প্রারম্ভেই আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিয়ে দেই। আর চিন্তা করি যে, খোদার সাথে কৃত ব্যবসা কখনো ক্ষতিকর হতে পারে না। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার ব্যবসায় লাভ হয়। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সত্ত্বেও তার কোন ক্ষতি হয় নি বা লোকসান হয় নি।

আহমদীদের কুরবানীর অন্যদের ওপর কী প্রভাব পড়ে আর এর ফলে তবলীগের পথ কত সুগম হয় তা দেখুন। বাংলাদেশের আমীর সাহেব লিখেন যে, তিন বন্ধু রয়েছেন যারা যেরে তবলীগ, কিন্তু তবলীগ সত্ত্বেও বয়আতের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। গত জুমুআয় এই তিন বন্ধু মসজিদে আসেন, জুমু আর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের বরাতে মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে জুমুআর পর মানুষ চাঁদা দেয়ার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এই তিনজন যেরে তবলীগ বন্ধু এই দৃশ্য দেখে বলে, 'আমাদের মৌলভীদের চাঁদা নেয়ার জন্য বক্তৃতা করতে করতে গলা এবং মুখ উভয়ই শুকিয়ে যায়, কিন্তু তারপরও মানুষ চাঁদা দেয় না। আর এখানে সামান্য এক ঘোষণার পর চাঁদা দেওয়ার জন্য মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়! এটিই প্রকৃত ইসলামিক প্রেরণা এবং শিক্ষা।' এই তিন বন্ধু এই দৃশ্য দেখে তখনই আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আর ওয়াকফে জাদীদ খাতে তারা চাঁদাও দেন।

পুনরায় বেনীনের একটি অঞ্চলের মুয়াল্লিম আব্দুল্লাহ্ সাহেব লিখেন, আমি একটি নতুন বয়আতকারী জামাত পাপাজায় চাঁদা সংগ্রহের জন্য ট্যুর করি। একজন নতুন বয়আতকারী আহমদী আলহাজ্ব আবু বকর প্রশ্ন করেন যে, 'এই চাঁদা কোথায় আর কিভাবে ব্যবহার করা হয়?' আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তার পুরো জ্ঞান ছিল না। তাকে তখন জানানো হয়েছে যে, জামাতে আহমদীয়া এসব চাঁদার মাধ্যমে মসজিদ নির্মাণ করে, কুরআনের অনুবাদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তক প্রচার করে; এসব চাঁদার মাধ্যমে হাসপাতাল, স্কুল এবং এতিমখানা নির্মাণ করা হয়। চাঁদা হিসেবে প্রদত্ত এক একটি পয়সা শতভাগ ধর্মীয় এবং মানবকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। আবু বকর সাহেব এটি শুনার পর বলেন, 'মৌলভীরা আমার কাছে যাকাত এবং খয়রাত নেয়ার জন্য আসতো, কিন্তু কখনো তারা বলে নি যে, সেই টাকা কোথায় ব্যবহার করা হয়।' তিনি তখনই চাঁদা আদায় করেন এবং বলেন যে, ভবিষ্যতে আমি জামাতের সকল খাতে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে চাঁদা দিব।

মোটকথা, এই যুগেও আমরা দেখি যে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতকে এমন মানুষ দিচ্ছেন যারা কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী। তারা নতুন আহমদী আর আহমদীয়াত গ্রহণের স্বল্প সময়ের ভিতরই আল্লাহ্র ধর্মের জন্য কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকারের এক গভীর উদ্দীপনা তাদের মাঝে দেখা যায়। কিন্তুএটি তাদের জন্য চিন্তার বিষয় যারা সচ্ছল, বরং তাদের জন্য এটি দুশ্চিন্তার বিষয়; খোদা তাদের আর্থিক সাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন, সম্পদশালী দেশে থাকে-বসবাস করে, কিন্তু তাদের কুরবানী একেবারেই তুচ্ছ হয়ে থাকে। যদিও এখানে এমনঅনেকেই আছে যারা অসাধারণ আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র এমন অনেক সম্পদশালী বা ধনী মানুষ রয়েছে যাদের এদিকে দৃষ্টি খুবই কম। এদিকে তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করার রীতি রয়েছে। আমি বহু ঘটনার মাঝ থেকেআপনাদের শুনানোর জন্য এই কয়েকটি ঘটনা বেছে নিয়েছি। চাঁদার গুরুত্ব তুলে ধরার পর এবার আমি

ওয়াকফে জাদীদের ৬০তম বছরের ঘোষণা দিচ্ছি, আর গত বছর খোদার যে কৃপারাজি বর্ষিত হয়েছে তাও উল্লেখ করছি যে, কত টাকা আদায় হয়েছে। ওয়াকফে জাদীদের বছরের সমাপ্তি ঘটে ৩১শে ডিসেম্বর। ৫৯তম বছরের সমাপ্তি ঘটেছে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৬। খোদার অপার কৃপায় পৃথিবীর জামাতগুলো থেকে এখন পর্যন্ত যে রিপোর্ট এসেছে সে অনুসারে জামাত ৮০ লক্ষ ২০ হাজার পাউন্ড ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা দিয়েছে। এ বছর জামাত গত বছরের চেয়ে ১১ লক্ষ ২৯ হাজার পাউন্ড বেশি চাঁদা দিয়েছে। এ বছরও চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে পাকিস্তান পৃথিবীর জামাতগুলোর মাঝে মোটের ওপর তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

স্থানীয় মুদ্রার দৃষ্টিকোণ থেকে গত বছরের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে যারা চাঁদা বৃদ্ধি করেছে তাদের মধ্যে ঘানা তালিকার শীর্ষে। এরপর জার্মানী, এরপর পাকিস্তান, তারপর রয়েছে কানাডা।

আফ্রিকান দেশগুলোতে উল্লেখযোগ্য কুরবানী যারা করেছে তাদের মাঝে রয়েছে মালি, বুরকিনা ফাঁসো, লাইবেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিয়েরালিওন আর বেনীন।

পাকিস্তানের বাইরে সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে বহির্বিশ্বের প্রথম দশটি জামাত হল যথাক্রমে যুক্তরাজ্য, জার্মানী, আমেরিকা, চতুর্থ কানাডা, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ অস্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত, অষ্টম স্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে মধ্য প্রাচ্যের আরেকটি দেশ, আর দশম স্থান অধিকার করেছে ঘানা। এরপর রয়েছে বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যান্ড।

মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, জার্মানী, ত্রিনিদাদ, বেলজিয়াম এবং কানাডা। যুক্তরাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর ওয়াকফে জাদীদ খাতে ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার চাঁদাদাতা অংশগ্রহণ করেছে। এ সংখ্যা গত বছরের চেয়ে এক লক্ষ পাঁচ হাজার বেশি। সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে কানাডা, ভারত এবং যুক্তরাজ্য ছাড়াও আফ্রিকার গীনিকোনাক্রি, ক্যামেরুন, গ্যাম্বিয়া, সেনেগাল, বেনীন, নাইজার, কঙ্গো কিনসাশা, বুরকিনা ফাঁসো এবং তানজানিয়া উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে।

নাইজেরিয়া এ বছর পুরোপুরি মনোযোগ নিবদ্ধ করে নি, এজন্য তাদের চাঁদা দাতার সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। যদি নাইজেরিয়ার গত বছরের সংখ্যাও থাকতো এবং আরো দু'একটি দেশের ক্ষেত্রেও তা হতো, বা যদি শুধু নাইজেরিয়ারই তা হতো তাহলে ১৩ লক্ষ ৪০ হাজারেরপরিবর্তে ১৪ লক্ষ অংশগ্রহণকারী হবার কথা। এর অর্থ হল সেখানে অনেক আলস্য প্রদর্শন করা হয়েছে বা সঠিক রিপোর্ট আসে নি বা রিপোর্ট ে য়া হয় নি। জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের আন্তরিকতার যতদূর সম্পর্ক আছে, তাতে কোন ঘটতি নেই, তা সে আফ্রিকা হোক বা অন্য কোন দেশই হোক। হয়তো সঠিকভাবে তাদের কাছে যাওয়া হয় নি উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। আর সাধারণত এই আলস্য সেক্রেটারীদেরই হয়ে থাকে। রাবওয়া থেকে এক ব্যক্তি আমাকে লিখেছেন যে পাড়ার প্রেসিডেন্ট সাহেব তার কাছে আসেন আর বলেন যে, আপনি ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদাও করেন নি আর চাঁদাও দেন নি। তিনি বলেন যে, এটি কিভাবে হতে পারে? আমি রীতিমত চাঁদা দিই। তখন তিনি বলেন যে, এ বছর আমাদের ওয়াকফে জাদীদ সেক্রেটারী এত আলস্য দেখিয়েছে যে, পাড়ার কারো ওয়াদা নেয়া হয় নি, আর সঠিকভাবে আদায়ও হয় নি। এটি থেকে বোঝা গেল যে, সেক্রেটারীদের আলস্যের কারণেই মানুষ বঞ্চিত থেকে যায়। আমার মনে হয় নাইজেরিয়াতেও এমনই হয়েছে। এছাড়া আমেরিকাতেও সংখ্যা কমেছে, অথচ সেখানে চাঁদা দাতার সংখ্যা কমার কোন সুযোগই নেই; নাইজেরিয়াতেও কমার কোন সুযোগ নেই, কারণ সংখ্যা তো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, আমেরিকা মাথাপিছু কুরবানীর মানকে অনেক বৃদ্ধি করেছে, মাশাআল্লাহ্। আর এক্ষেত্রে তারা প্রথম স্থানে রয়েছে। অনুরূপভাবে সেসব দেশও চাঁদা দাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দিন এবং নিজেদের দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি দিন যাদের গত বছরের চেয়ে সংখ্যা কমেছে। মানুষের ভিতর দুর্বলতা নেই, দুর্বলতা রয়েছে কর্মীদের মাঝে।

ওয়াকফে জাদীদের একটি খাত হল সাবালকদের খাত বা সাবালকদের চাঁদা দেওয়ার খাত। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের জামাতগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর, এরপর রাবওয়া, তারপর রয়েছে করাচী। এছাড়া জামাতগুলোর মাঝে রয়েছে যথাক্রমে ইসলামাবাদ, গুজরাওয়ালা, গুজরাত, মুলতান, ওমর কোট, হায়দারাবাদ, পেশাওয়ার, মিরপুর খাস, উকাড়া এবং ডেরাগাজী খান।

আতফাল বিভাগ বা শিশুদের আর্থিক কুরবানীতে প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর, এরপর রাবওয়া, তারপর করাচী, এরপর রয়েছে শিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি, গুজরাওয়ালা, গুজরাত, হায়দারাবাদ, ডেরাগাজী খান, আযাদ কাশ্মীর, কোটলি, মিরপুর খাস, মুলতান এবং ভাওয়াল নগর।

মোট সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে ইংল্যান্ডের ১০টি বড় জামাত হলো– উস্টার পার্ক, মসজিদ ফযল, তৃতীয় স্থানে রয়েছে বার্মিংহাম সাউথ, পাটনি, রেইঞ্জ পার্ক, ব্রেড ফোর্ড, নিউ মলডেন, গ্লাসগো, বার্মিংহাম ওয়েস্ট এবং জিলিং হাম।

মোট সংগ্রহের দিক থেকে অঞ্চলভিত্তিকভাবে প্রথম স্থানে রয়েছে লন্ডন বি, তারপর লন্ডন এ, তারপর মিডল্যান্ডস, এরপর নর্থ ইস্ট, এরপর সাউথ।

চাঁদা সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মানির পাঁচটি স্থানীয় এমারতের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে হ্যামবুর্গ, তারপর ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, উইযবাদেন, মোরফিল্ডেন ওয়াল্ডফ, ডিটসেন বাখ। আর মোট সংগ্রহের ক্ষেত্রে দশটি জামাত হলো যথাক্রমে রুইডোরমার্ক, নোয়েস, ফ্রেডবার্গ, নিডা, ফ্লোরিযহায়েম, হানাও, কোলন, কোবলেনয্, লোঙ্গজ, মাহদীআবাদ।

সংগ্রহের দিক থেকে আমেরিকার প্রথম দশটি জামাত হলো– প্রথম স্থানে সিলিকন ভ্যালী, এরপর যথাক্রমে সিয়াটল, ডেট্রয়েট, সিলভার স্ক্রিন, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, লস এঞ্জেলেস ইষ্ট, ডালাস, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া এবং লরেল।

কানাডার জামাতগুলোর মাঝে প্রথমস্থানে রয়েছে ক্যালগেরী, এরপর যথাক্রমে পিস ভিলেজ, ভন, ভ্যানকুভার, মিসিসাগা; এগুলো হল এমারত। সংগ্রহের দিক থেকে পাঁচটি বড় জামাত হল- প্রথম স্থানে ডারহাম, এরপর যথাক্রমে হ্যামিলটন ইষ্ট, সাস্কাটুন সাউথ, সাস্কাটুন নর্থ ও উইন্ডসর; এরপর রয়েছে লাইডমিনিস্টার, ওটোয়া ওয়েস্ট, ওটোয়া ইস্ট, বেরি ও রেজাইনা।

আতফাল বিভাগে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য জামাত হল যথাক্রমে ডারহাম, ব্রাডফোর্ড, সাস্কাটুন সাউথ, সাস্কাটুন নর্থ এবং লাইডমিনিস্টার। অঞ্চলের দিক থেকে ক্যালগেরী, পিস ভিলেজ, ব্রামটন, ভন, ওয়েস্টার্ন।

ভারতের প্রদেশগুলোর মাঝে প্রথম হল কেরালা, দ্বিতীয় জম্মু কাশ্মীর, তৃতীয়স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু, এরপর যথাক্রমে কর্নাটক, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র।

সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের দশটি জামাত যথাক্রমে কেরোলায়ী যা প্রথমস্থানে রয়েছে, তারপর কালিকট, হায়দ্রাবাদ, পাথাপ্রেয়াম, কাদিয়ান, কানোল টাউন, কলিকাতা, বেঙ্গালোর, সোলোর এবং পেঙ্গাডী।

অস্ট্রেলিয়ার জামাতগুলোর ক্রম হলো: প্রথম স্থানে ক্যাসেল হিল, এরপর যথাক্রমে ব্রিসবেন, লুগান, মার্সডেনপার্ক, বারবিক, প্যাজিট, এডিলেড সাউথ, ব্রামটোন, ক্যানবেরা, এডিলেড ওয়েস্ট।

আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত কুরবানীকারীদের ধন এবং জনসম্পদে অশেষ-অঢেল বরকত দিন। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিন, যেন তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে, যা ঘাটতি রয়েছে তা যেন পুরনের চেষ্টা করে। বিশেষ করে চাঁদাদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। অর্থ তো বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু সবার অংশ গ্রহণ আবশ্যক, তা সামান্য অর্থ দিয়ে হলেও।

নামাযের পর দু'টো গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। প্রথমটি শ্রদ্ধেয়া আসমা তাহেরা সাহেবার, যিনি সাহেবজাদা মির্যা খলীল আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ২০১৬ সনের ২৩ ডিসেম্বর ৭৯ বছর বয়সে কানাডায়ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ১৯৩৫ সনের জুন মাসে ভাগলপুরে তার জন্ম হয়। তার পিতার নাম ছিল মৌলভী আবদুল বাকী সাহেব, তার মা ছিলেন সুফিয়া খাতুন সাহেবা। তার পিতা দীর্ঘদিন যাবৎ কুনরিতে জামাতের ফ্যাক্টরীতে কাজ করেন, দীর্ঘদিন কুনরি জামাতের প্রেসিডেন্টও ছিলেন।

তার দাদা ছিলেন হযরত আলী আহমদ সাহেব, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন অর্থাৎ সাহাবী ছিলেন। আমাতন নূর সাহেবা তার বয়আতের ঘটনা বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, 'আমরা শুনেছি, তিনি যখন কাদিয়ান আসেন তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। কাদিয়ান যাওয়ার পথে অমৃতসর রেলস্টেশনে মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। তিনি মৌলভী সাহেবকে উত্তরে বলেন, আমার মা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার পর আমাকে গবেষণার জন্য কাদিয়ান পাঠিয়েছে। আপনার এই আচরণের মাধ্যমে মির্যা সাহেবের সত্যতা আমার সামনে স্পষ্ট হয়েছে; আপনার মত এত বড় মৌলভী কেন কোন মিথ্যা দাবিকারকের জন্য এত সময় নষ্ট করবে? আপনার এইভাবে দৌড়াদৌড়ি আর সময় নষ্ট করা থেকে বুঝা যায়, মির্যা সাহেব সত্য।

১৯৬৪ সনের ৬ই জানুয়ারি আসমা সাহেবার বিয়ে হয়, যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, তিনি মির্যা খলীল আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। মির্যা খলীল আহমদ সাহেব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পুত্র ছিলেন, আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পৌত্র ছিলেন, সাহেবজাদী আমাতুল হাই সাহেবার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। শ্রদ্ধেয়া আসমা তাহেরা সাহেবার কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহর জেনারেল সেক্রেটারী আর সেক্রেটারী জিয়াফত হিসেবে, এছাড়া আন্তর্জাতিক তবলীগি পরিকল্পনা কমিটির সদস্যা হিসেবে এবং স্থানীয় লাজনাতেও কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে।

আসমা তাহেরা সাহেবার পিতা ১৯৭৫ সনে ইন্তেকাল করেন, এরপর তার মা তার সাথেই ছিলেন। আসমা তাহেরা সাহেবাযেহেতু আমার মামী ছিলেন তাই আমি জানি যে শ্বশুরবাড়ীতে তার ননদ এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে গভীর ভালবাসা এবং স্নেহের সম্পর্ক ছিল। তার অসুস্থ অবস্থায় তার সাথে দেখা করে এসেছি। সম্প্রতি আমি যখন কানাডায় গিয়েছিলাম তখন দেখা করেছি, তিনি এতটা অসুস্থ ছিলেন যে তার জন্য নড়াচড়া করাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার বিনয়ের চিত্র দেখুন; তিনি বলেন, কাপড় বের করে রাখ, প্রস্তুতি নাও, (আমার কথা বলেন যে) হয়তো তিনি আমাকে সাক্ষাতের জন্য ডাকবেন। আমাকে একথা

বলার পরিবর্তে যে 'সাক্ষাতের জন্য আসুন', তার ধারণা ছিল আমি হয়ত তাকে ডাকব। যাই হোক, আমি তার সাথে দেখা করেছি। তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন। তার নিজের কোন সন্তান ছিল না, বোনের এক মেয়েকে তিনি পেলেছেন, পাঁচ বছর বয়সেই সে তার কাছে আসে। তিনি বলছেন যে, আমাকে নিজ সন্তানের মত লালন-পালন করেছেন আর বিয়ের সময়েও সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছেন। আমার তরবিয়ত এবং শিক্ষায় কোন ঘাটতি রাখেন নি। আমি যখন দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হতাম, আমাকে দোয়া করার নির্দেশ দিতেন যে– দোয়া কর, ইনশাআল্লাহ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দোয়াতে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বাচ্চাদের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল, তাদের তরবিয়তের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন; বলতেন যে– সন্তানদের মসজিদের নিয়ে যাবে, কেননা তাদেরকে যদি মসজিদে ব্যস্ত রাখ তাহলে তারা কখনও নষ্ট হবে না। সবসময় জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নসীহত করতেন। এই মেয়ে বলছেন যে, আমাকে ওসীয়্যত করারও নসীহত করেন বা নির্দেশ দেন। সব সময় এই নসীহত করতেন যে, জামাতের সাথে সর্বাবস্থায় সম্পৃক্ত থাকবে। কাজের লোকদের সাথেও অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন। ঘরে কাজের মহিলা ছিল, তার এই পালিত কন্যাকে বলেন যে, আমার মৃত্যুর পর তার যত্ন নিবে, তাকে ঘরে আমি যেই জায়গা দিয়েছি আমার মৃত্যুর পর তাকে সেখান থেকে বের করবে না। আল্লাহ্ তা'লা তার রুহের মাগফিরাত করুন এবং স্বীয় করুণায় তাকে সিক্ত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হল জনাব চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ খান সাহেবের; তিনি ৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে লাহোরে ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ খান সাহেবের দাদা হযরত চৌধুরী নাসরুল্লাহ খান সাহেব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার নানা ছিলেন চৌধুরী ফাতেহ মোহাম্মদ সাইয়াল, তিনিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার পিতা চৌধুরী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান সাহেব দীর্ঘদিন করাচি জামাতের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব তার জেঠাও ছিলেন আবার শ্বশুরও ছিলেন। ১৯৬৪ সনে চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ খান সাহেবের বিয়ে হয় আমাতুল হাই সাহেবার সাথে, যিনি চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবের কন্যা ছিলেন। তার সন্তান হল মোস্তফা নসরুল্লাহ খান, যে ১৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করে, আয়শা নাসরুল্লাহ্ তার এক কন্যা রয়েছে। চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ সাহেবের বিয়ে চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবের মেয়ের সাথে হয়; এর আগে ডাক্তার এজাজুল হক সাহেবের সাথেও তার বিয়ে হয়েছিল, সেই ঘরে তার দুই ছেলে ছিল– ফযল হক এবং আহমদ নাসরুল্লাহ। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সনে লাহোরে আহমদ নাসরুল্লাহকে শহীদ করা হয়। এখন তার দুই পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। স্ত্রীর প্রথম ঘরের সন্তানদেরকেও বড় স্নেহের সাথে আপন পুত্রদের মত নিজের কাছে রেখেছেন, লালন-পালন করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৭৫ সনে তাকে জামাতে আহমদীয়া লাহোরের আমীর নিযুক্ত করেন। ৩৪ বছর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি জামাতে আহমদীয়া লাহোরের আমীরের পদ অলংকৃত করেছেন। ২০০৯ সনে তার স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল থাকত না। তখন আমার এই কথায় যে, 'দেখে নিন, কাজ করতে পারবেন কি না'– তিনি আমাকে বলেন যে, আমি অপারগ; অপারগ এই অর্থে যে আমার সাস্থ্য ভাল নয়, আর এমারতের কাজ অনেক বেশি বা ব্যাপক যা চালাতে আমি অপারগ। এরপর শেখ মুনীর সাহেব সেখানে নতুন আমীর নিযুক্ত হন, যিনি ২০১০ সনে শাহাদত বরণ করেন। ২০০৮ বা ২০০৯ পর্যন্ত হামীদ নসরুল্লাহ খান সাহেব আমীর হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯৭৪-এর বিরোধিতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে যদিও তিনি রীতিমত আমীর ছিলেন না, তবুও খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) তার ওপর অনেক দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছিলেন। তিনি খুব সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৭৪-এ হাইকোর্টে যখন ইনকোয়ারি কমিশন গঠিত হয় সেক্ষেত্রেও তার সেবার খতিয়ান ছিল অনেক দীর্ঘ। ১৯৭৪-এর পরীক্ষার যুগেও কেন্দ্রীয় শরীয়া আদালত লাহোর হাইকোর্টে যে কেইস ছিল, সে ক্ষেত্রেও অনেক সেবা করেছেন। আরেকটি ঈর্ষণীয় সম্মান যা তিনি লাভ করেছেন তা হল– খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পাকিস্তান থেকে হিজরতের সময় লাহোর থেকে লন্ডন পর্যন্ত তিনি হুযূরের সাথেই ছিলেন। বরং আমি যতটা জানি, রাবওয়া থেকে করাচি পর্যন্ত গাড়িও তিনিই ড্রাইভ করেছেন। তার এমারতকালে লাহোরের দারুয যিকরের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে; যদিও সেই কাজ এখনও অব্যাহত আছে, কিন্তু তা সত্ত্বে সেই যুগে অনেক কাজ হয়েছে। তার এমারতকালে লাহোরে অনেক নতুন নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে, তার এমারতকালে জামাতে আহমদীয়া লাহোর উল্লেখযোগ্য আর্থিক কুরবানীর সৌভাগ্য পেয়েছে। গত ৩২ বছর থেকে ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি সেবা করে যাচ্ছিলেন। আমি যেভাবে বলেছি, ১৯৮৪ সনে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পাকিস্তান থেকে ইংল্যান্ড হিজরতের সময় তিনি তাঁর সফরসঙ্গী হওয়ার সম্মান লাভ করেছেন, যা আয়ান এডামসন তার যে বই আছে তাতে উল্লেখও করেছেন।

লাহোরের সেক্রেটারী উমুরে আমা চৌধুরী মনওয়ার সাহেব লিখেন, হামীদ নাসরুল্লাহ খান সাহেব তার সাথী কর্মীদের প্রতি অনেক বেশি যত্নবান ছিলেন, তাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অনেক যত্নবান ছিলেন। কোন পরামর্শ চাওয়া হলে বড় স্নেহ এবং ভালবাসার সাথে পরামর্শ দিতেন। আমি ৯ বছর লাহোরের জেলা কায়েদ হিসেবে কাজ করেছি, কোন ক্ষে ত্রে কোন সময় অসন্তোষ ব্যক্ত করেন নি। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাজে অনেক বেশি সহযোগিতা করতেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার পাঁচটি ইজতেমা লাহোর থেকে বাহিরে করানোর সুযোগ হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে তিনি আমাদের গভীর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে পথনির্দেশনা দিতেন। চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ খান সাহেব খুব ভাল এক ব্যবস্থাপক ছিলেন। কাজ যথা সময়ে এবং যথাস্থানে করতেন। সব জামাতে সফর করতেন, হালকা প্রেসিডেন্টদের সাথে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। আমেলার সদস্যদের তার হাত এবং বাহু জ্ঞান করতেন।

হাকীম তারেক সাহেব লিখেন, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে খিলাফতের আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য বিরাজমান ছিল। জামাতের কর্মী এবং খাদেমদের প্রতি খুবই স্নেহপরায়ণ ছিলেন, তাদেরকে বিশ্বাস করতেন এবং সম্মানজনক ব্যবহার করতেন। যতদিন তিনি আমার সাথে কাজ করেছেন, প্রথমে যখন আমি নাযেরা আলা ছিলাম, সেখানেও আমীর হিসেবে কেন্দ্রের সাথে তার পূর্ণ সহযোগিতা ছিল। যখন নাযেরা আলা ছিলাম তখনও তিনি আমার সাথে কাজ করেছেন। খিলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পরও যতদিন তিনি লাহোরের আমীর ছিলেন পূর্ণ সহযোগিতা এবং পূর্ণ আনুগত্যের চেতনায় কাজ করেছেন। তার মাঝে আনুগত্যের গভীর চেতনা ছিল ।লাহোর জেলার নায়েব আমীর সাহেব লিখেন যে, খিলাফতের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঘটনা বর্ণনা করা আরম্ভ করলে তা শেষ হত না।

কর্ণেল নাঈম সাহেব একটি ঘটনা লিখেছেন যে, একবার তিনি ভাওয়ালপুরে কোন কাজে যাচ্ছিলেন; রাস্তায় খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সংবাদ পান যে, রাবওয়ায় পৌঁছুন। তিনি ভাওয়ালপুর পৌঁছে গিয়েছিলেন, কোন কাজ না করে তাৎক্ষণিকভাবে রাবওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; রাতের বেলা রাবওয়া পৌঁছে যান, ফযরের পূর্বেই রাবওয়া পৌঁছে তিনি বাইরে পায়চারি আরম্ভ করেন। যখন দেখেন যে, এটি তাহাজ্জুদের সময় , তাহাজ্জুদ ওফজরের নামাযের মধ্যবর্তী সময় ছিল সেটি, তখন তিনি হুযূরকে পয়গাম পাঠান যে, আমি পৌঁছে গেছি।

গরীবদের নামে তিনি ভাতা জারী করেছিলেন। শুধু নিজের পক্ষ থেকেই নয়, বরং তার স্ত্রী, তার পিতা ও চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবের পক্ষ থেকেও ওজীফা বা ভাতা জারী করেছিলেন। যখনই কারো আবেদন আসত তিনি মার্ক করে বলতেন যে, আমার হিসাব থেকে বা স্ত্রীর হিসাব বা অন্য কোন হিসাব থেকে তাকে আর্থিক সাহায্য করা হোক। এটিও তিনি সঠিক লিখেছেন যে, চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ খান সাহেব জামাতে আহমদীয়া লাহোরের জন্য এক ইতিহাস ছিলেন। যাইহোক, খোদার পক্ষ থেকে নেতৃত্বের বা নেতাসুলভ বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ছিলেন, এটি ব্যবহারও করতেন।

নাসির শামস সাহেব লিখেন, তিনি ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী, (আর) যেমনটি আমি বলেছি যে, তিনি ৩২ বছর প্রেসিডেন্ট ছিলেন; 'ফযলে উমর ফাউন্ডেশনে চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবের ইন্তেকালের পর ১৯৬৬ সনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি নিযু ক্ত হন আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রায় ৩২ বছর ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। খুবই সহানুভূতিশীল, সহমর্মী, স্নেহশীল, কোমল হৃদয়ের এবং হাসি-খুশি মানুষ ছিলেন। সম্পর্কের গন্ডি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক আর এই সম্পর্ককে সবসময় জামাতের স্বার্থে ব্যবহার করতেন। খুবই নিষ্ঠাবান, নিবেদিতপ্রাণ, জামাতের সেবক, সুলতানান নাসীর, খলীফাদের জন্য পরম আত্মভিমানী এবং বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। অসুস্থ্যতা সত্ত্বেও ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন মিটিং-এ যোগদান করতেন। সঠিক মতামত ব্যক্ত করতেন এবং বিষয় বুঝতেন, খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে বিষয়ের গভীরে অবগাহন করতেন এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন।

মির্যা নাযীম সাহেব লিখেন যে, তিনি নিজে আমাকে শুনিয়েছেন– ১৯৭৫ সনে যখন তাকে লাহোরের আমীর নিযুক্ত করা হয়, তখন ব্যাপক ভয় এবং শঙ্কা নিয়ে রাবওয়ায় খলীফা সালেস-এর কাছে এসে উপস্থিত হন, মোলাকাতের অনুরোধ পাঠান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে ডাকেন এবং আসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনিবলেন যে, আমি এই পদের যোগ্য নই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন যে, 'খাবারের সময় হচ্ছে, প্রথমে খাবার খাও।' চৌধুরী সাহেব তখনও তার কথা বার বার পুনরাবৃত্তি করছিলেন। এরপর খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আবার কাঁধে হাত রেখে বলেন, খলীফায়ে ওয়াক্ত তোমাকে আমীর নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ্র খলীফা ভাল জানেন। তিনি বলেন, এরপর কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হই, কিন্তু আল্লাহ্র ফযলে আমি কখনও আর ভয় পাই নি। খিলাফতের দোয়ায় আমার সব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন, তাকে নিজ করুণাবারিতে সিক্ত করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততিকে বিশ্বস্ততার সাথে খিলাফত এবং জামাতের সাথে সম্পৃ ক্ত রাখুন এবং তাদেরকে তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 2 Thursday, 9 th Feb, 2017 Issue No. 6

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

দুইয়ের পাতার পর.....

মরিয়ম, মালাকী, ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও প্রমূখ। যদিও সকলেই খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত ও প্রিয়ভাজন ছিলেন। এটি সেই নবীর অনুগ্রহ যার কারণেই তাঁদের সকলকে সত্য বলে মনে করা হয়। اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সবশেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করান। দোয়ার পর হুযুর আনোয়ার সভাপতির আসন অলংকৃত করে থাকেন এবং বলেন কাদিয়ান থেকে তারানা (সমবেত কণ্ঠে নযম) পরিবেশন করুন। হুযুর আনোয়র (আই.)-এর নির্দেশে কাদিয়ানের আতফাল, খোদ্দাম ও নাসেরাতদের বিভিন্ন দল একের পর এক তারানা পরিবেশন করে। তারানার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) লন্ডনে উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, এখন নামায হবে, যার পরে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, কাদিয়ানের জলসায় মোট উপস্থিতির সংখ্যা হল ১৪২৪২। ইন্ডোনেশিয়া থেকে একটি চার্টার্ড বিমান এই জলসার জন্য অতিথিদের নিয়ে এসেছিল। লন্ডনে জলসায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা হল ৫২৩০।

মহিলাদের জলসা

২৭ শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিকে নামায যোহর ও আসরের নামাযের পর দুপুর ২.৩০ টায় লাজনা ইমাউল্লাহ্ তাদের নিজস্ব একটি অধিবেশনের আয়োজন করে যার সভাপতিত্ব করেন মুকাররমা শামিম আখতার জ্ঞানী সাহেবা, সদর লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারত। তিলাওয়াত করেন মাননীয়া তাহমীদা উমর সাহেবা। উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাননীয়া আমাতুল শাফি সাহেবা রুমি, জেনারেল সেক্রেটারী লাজনা ইমাউল্লাহ ভারত। মাননীয়া নাইরাহ তানভীর সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযম পরিবেশন করেন। অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখেন মাননীয়া বুশরা পাশা সাহেবা, সাম্মানিক সদস্য মজলিস আমেলা লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারত। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল " পর্দার আবশ্যকতা এবং গুরুত্ব- কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে। " এর পর মাননীয়া কুদসীয়া হাবিব সাহেবা একটি না'ত পরিবেশন করেন। অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয়া শামীম আখতার জ্ঞানী সাহেব, জেনারেল সেক্রেটারী , লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারত। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল " বিবাহ-সম্পর্ক প্রসঙ্গে কুরআন, হাদীস ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং খলীফাগণের উদ্ধৃতি।" ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

(১)আল-কলম প্রোজেক্ট

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর মঞ্জুরীক্রমে ২৩ শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ শুক্রবার বিকেল ৪ টার সময় মৌলানা জালালুদ্দীন নাইয়ার সাহেব, সদর সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার সভাপতিত্বে আহমদীয়া মরকযীয়া লাইব্রেরীতে 'আল-কলম প্রোজেক্ট'- এর উদ্বোধন হয়। তিলওয়াত করেন মাননীয় মুরশিদ আহমদ ডার, মুরুব্বী সিলসিলা। এরপর মাননীয় এনায়েতুল্লাহ্ সাহেব, এডিশিনাল নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী, ব্যবস্থাপক আল-কলম প্রোজেক্ট উক্ত প্রোজেক্টটি সম্পর্কে অবহিত করেন। এই প্রোজেক্টের অধীনে সম্পূর্ণ কুরআন করীম হাতে লিখে পান্ডুলিপি আকারে প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে। এই প্রোজেক্ট ২৩ শে ডিসেম্বর থেকে ১ লা জানুয়ারী ২০১৭ পর্যন্ত চালু থাকে। এই সময়ের মধ্যে মোট ১২৮৪ জন সদস্য ১৪৬৩ টি আয়াত লিখেন।

(২)খিদমতে খালক

খিদমতে খালকের অধীনে জলসা সালানার দিনগুলিতে দারুল মসীহ, মরকযী মসজিদসমূহ, বেহেশতি মাকবারা,জলসা গাহ, মহল্লা আহমদীয়ায় প্রবেশকারী সমস্ত রাস্তা, সমস্ত আবাস-স্থান, লাইব্রেরি, এম.টি.এ-র বিল্ডিং ও প্রমূখ স্থানে খুদ্দাম, আনসার ও স্বেচ্ছাসেবীগণ সর্বক্ষণ পাহারা রত থেকেছেন। নামাযের সময় মসজিদসমূহে, গলি ও রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য খুদ্দামরা কর্তব্যরত থেকেছেন। আইওয়ানে খিদমতে রেজিস্ট্রেশন বিভাগের অধীনে পুরানো কার্ডের উপর হোলোগ্রাম লাগানো হয় এবং নতুন অস্থায়ী কার্ড বানানো হয়। ভারতের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল থেকে আগত ৭২০ জন খুদ্দাম ও ৮৬ জন আনসার ও স্বেচ্ছাসেবীগণ দিনরাত পরিশ্রম করে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছেন। আলহামদো লিল্লাহ্ আলা যালেক। ১৫ জন আহমদী পুলিশ এবং আর্মি যুবকও জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আসেন, তারাও ডিউটি পালন করেন।

(৩) আবাসস্থান ও জলসার অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

এই বছর জলসার ব্যবস্থাপনা এবং অতিথিদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থাপনার জন্য ২৭ টি ব্যবস্থাপনা এবং ২১ টি আবাসস্থল তৈরী প্রস্তুত করা হয় এবং ৪টি লঙ্গর খানা চালু করা হয়। কাদিয়ানে সমস্ত কলোনির ঘরগুলিতে আশ্রয়গ্রহণকারী অতিথিদের জন্য ছয়টি স্থানে 'ফ্যামিলিস' বিভাগের অধীনে খাদ্য বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

(৪) হিউম্যানিটি ফার্স্ট:

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মঞ্জুরীক্রমে হিউম্যানিটি ফার্স্ট ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিগত ছয়-সাত মাসে খিদমতে খালকের কাজ হচ্ছে। জলসা সালানার সময় সরায়ে ওয়াসীম সংলগ্ন একটি প্লটে এই সকল কাজের একটি চিত্রময় প্রদর্শনী লাগানো হয়। সেখানে বহু মানুষের সমাগম হয় এবং তারা সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ দান করেন।

(৫) নিকাহ্র ঘোষণা

জলসা সালানা দিনগুলিতে মসজিদ আকসায় মোট ২৬ টি নিকাহ্র ঘোষণা হয়। যেগুলির মধ্যে ২৭ শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখেই ২০ টি নিকাহ্র ঘোষণা হয়।

(৬) প্রদর্শনী

২০১৫ সালে জলসা সালানার সময় হালকা দারুস সালামে হযরত নওয়াব মহম্মদ আলি খান সাহেবের বাংলোকে সংস্কার করে 'আন-নুর প্রদর্শনী'র আয়োজন করা হয়। এটি সেই বাংলো যেখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন। এবছর ২৩ শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত মোট ১০ দিন এই প্রদর্শনী লাগানো হয়। এই প্রদর্শশনীর মাধ্যমে জামাত আহমদীয়ার বিভিন্ন যুগ ও পর্যায়কে চিত্র ও পোস্টারের মাধ্যমে দেখানো হয়। প্রত্যহ সকাল ৮ টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী পরিদর্শকদের জন্য খোলা থাকত।

এছাড়াও নাযারাত নশর ও ইশা'ত-এর অধীনে কুরআন মজীদের প্রদর্শনী এবং মাখযানে তাসাভীর বিভাগ প্রতিষ্ঠিত আছে। জলসার দিনগুলিতে এই প্রদর্শনীগুলিতে বহু মানুষের সমাগম হয়।

(৭) তরবীয়তী জলসা ও প্রশ্নোত্তর সভা:

২৬ শে ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে নামায মগরিব ও ইশার পর মসজিদ হালকা দারুল আনোয়ারে মাননীয় হামীদ কাওসার সাহেবের সভাপতিত্বে নও মোবাঈন এবং তবলীগাধীন সদস্যদের জন্য একটি তবলীগি জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এই জলসার উদ্দেশ্য ছিল জলসায় অংশগ্রহণকারী নও মোবাঈন ও জেরে তবলীগ বন্ধুদের প্রশ্ন সমূহের সরাসরি উত্তর প্রদানের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় সংশয় ও সন্দেহ দূর করা। এছাড়াও তারা যেন ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জেনে যায় অ-আহমদী বন্ধুদের কাছ থেকে যেগুলির মুখোমুখি হয় এবং যেগুলি উত্তর দিতে তাদের অসুবিধায় পড়তে হয়। মসজিদ হাকলকা দারুল আনোয়ারে প্রায় ৫০০ নও মোবাঈন ও তবলীগাধীন ব্যক্তি স্ব স্ব এলাকার মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমদের সঙ্গে নিয়ে এই সভায় উপস্থিত হন এবং নিজেদের প্রশ্ন উপস্থাপন করেন এবং উত্তর পেয়ে পরিতৃপ্ত হন। তিলাওয়াতে কুরআন করীমের মাধ্যমে জলসার সূচনা হয়। মাননীয় মুরশিদ আহমদ ডার সাহেব তিলাওয়াত করেন এবং মাননীয় রিযওয়ান আহমদ যফর সাহেব নযম পরিবেশন করেন। এরপর মাননীয় হামীদ কাওসার সাহেব উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। ভাষণে তিনি আহমদী ও অ-আহমদীদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ও মতবিরোধের উপর আলোকপাত করেন। এরপর উপস্থিত শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে মাননীয় সুলতান আহমদ যাফর সাহেব নাযিম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ ও মাননীয় মৌলানা তানভীর আহমদ খাদিম সাহেব, নায়েব নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ উপস্থিত থেকে প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করেন। প্রায় আড়াই ঘন্টা দীর্ঘ এই জলসা অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক ছিল।

(৮) অনুবাদ বিভাগ

এই বছর নিম্নোক্ত ৯টি ভাষায় জলসা সালানার বক্তব্যসমূহের অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়। (১) আরবী (২) রুশী (৩) ইন্ডোনেশিয়ান (৪) ইংরেজি (৫) মালায়ালাম (৬) তামিল (৭) তেলেগু (৮) বাংলা (৯) কান্নাড়

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সমস্ত ভাষার অনুবাদকগণ অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছেন। জলসার সমস্ত অনুষ্ঠান এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ উপরোক্ত ৯টি ভাষায় সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে। মহিলাদের বিশেষ অধিবেশনেও ৫ টি ভাষায় (ইংরেজি, আরবী, ইন্ডোনেশিয়ান, মালায়ালাম ও তামিল) অনুবাদ করা হয়।

(৯) তরবীয়ত বিভাগ

জলসা সালানা দিনগুলিতে ২২ শে ডিসেম্বর২০১৬ থেকে ২ রা জানুয়ারী ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মসজিদ আকসা, মসজিদ মুবারক এবং মসজিদ হালকা দারুল আনোয়ারে বা-জামাত নামায তাহাজ্জুদের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও কাদিয়ানের বিভিন্ন হালকার অন্যান্য ৭ টি মসজিদে জলসার তিন দিন তাহাজ্জুদের ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত মসজিদে নামাযে ফজরের বিশেষ দরসের ব্যবস্থা ছিল। নামাযে তাহাজ্জুদের জন্য জামাতের সদস্যদেরকে লাউড স্পীকারের মাধ্যমে জাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই বিভাগের অধীনে কাদিয়ানে বিভিন্ন গলি ও রাস্তার পাশের দেওয়ালে তরবীয়তী ব্যানার লাগানো হয়। এই সব ব্যানারগুলি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.)-এর জলসা সংক্রান্ত উদ্ধৃতি ও নির্দেশাবলী সম্বলিত ছিল।

(১০) প্রেস ও মিডিয়া

এবছর ১১ টি ভাষার ২০৬ টি পত্রিকায় জলসা সালানা সম্পর্কে ২৮২ টি সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। ১৬ টি বিশেষ সংখ্যা এবং ৪১ টি পত্রিকায় ৪৩টি বিজ্ঞাপন প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে ২৭টি নিউজ চ্যানেল ২৯ বার জসলার সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। ৫৭ জন রিপোর্টর জলসার কভারেজের জন্য উপস্থিত হন যাদের মধ্যে ১৩ জন রিপোর্টর পাঞ্জাবের বাইরে থেকে এসেছিলেন। জলসা সালানার প্রচারের উদ্দেশ্যে দিল্লী, চন্ডীগড়, জলন্ধর এবং সোরোয় (উড়িশা) সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

(রিপোর্ট: মনসুর আহমদ মাসরূর, প্রবন্ধক রিপোর্টিং বিভাগ)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir